① যুক্তি কাকে বলে?

⇒ সংকীর্ণ অর্থে ভাষায় প্রকাশিত অনুমানকে যুক্তি বলে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে যুক্তি হল বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বচন সমষ্টি, যার অন্তর্গত এক বা একাধিক বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্বের উপর নির্ভর করে অন্য একটি বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়।

২. যুক্তি কয়প্রকার ও কী কী?

⇒ যুক্তি দু-প্রকার। যথা — ① অবরোহ যুক্তি ② আরোহ যুক্তি।

৩. যুক্তির বৈধতা বলতে কী বোঝ?

⇒ বৈধতা, অবৈধতা প্রভৃতি বিষয়গুলি যুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কোনো যুক্তিকে বৈধ বলার অর্থ ওই যুক্তির হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রসক্তি-সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ এমন হওয়া সম্ভব নয় যে ওই যুক্তির হেতুবাক্য সত্য কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্যা।

4. বচন কাকে বলে?

⇒ ~~যে~~ যে বাক্য কোনো কিছু ঘোষণা করে অর্থাৎ যা ঘোষক বাক্য, যা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে এবং যা যুক্তির অবয়ব বা অঙ্গ হওয়ার যোগ্য, তাকে বচন বলে।

যেমন— মানুষ মাত্রই মরণশীল।

'A' সকল মানুষ হয় মরণশীল।

5. বচন ও বাক্যের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ।

⇒ বচন ও বাক্যের মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ —

① বচন মাত্রই বাক্য।

কিন্তু বিপরীত কথা সত্য নয়। অর্থাৎ বাক্য মাত্রই বচন নয়।

② বচনে স্পষ্টভাবে গুণ ও পরিমাণ উল্লেখ থাকে।

কিন্তু অব বাক্যে থাকে না। যেমন —'আম মিষ্ট' এই বাক্যে পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু বাক্যটিকে বচনে রূপ দিলে বলতে হবে

6. গুণ ও পরিমাণ অনুসারে বচনকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

⇒ 4 প্রকার। যথা — ① সার্বিক সদর্থক বচন (A) ② সার্বিক নঞর্থক বচন (E)

③ বিশেষ সদর্থক বচন (I) ④ বিশেষ নঞর্থক বচন (O)

7. পদের ব্যাপ্যতা কী?

⇒ যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি স্বতন্ত্রভাবে নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য বা বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হতে পারে সেই শব্দ বা শব্দসমষ্টিকে পদ বলে। পদের দুটি দিক আছে — 1. ব্যক্ত্যর্থ 2. জাত্যর্থ। 'মানুষ' পদটি যেসব ব্যক্তিকে নির্দেশ করে সেগুলি 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ। আবার 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি' সব মানুষের সাধারণ ধর্ম হওয়ায় এই দুটি 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ।